2148 - চিকিৎসা করানো ও রোগীর অনুমতি নেওয়ার হুকুম

প্রশ্ন

ইসলামে চিকিৎসা করানোর হুকুম কী? বিশেষ করে যে সকল রোগ থেকে আরোগ্য লাভের ব্যাপারে আশা নেই। রোগীর চিকিৎসা শুরু করার আগে কি তার অনুমতি নিতে হবে? বিশেষতঃ জরুরী পরিস্থিতিতে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

১৪১২ হিজরী সনে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত হওয়া ইসলামী ফিকহ একাডেমির সপ্তম সম্মেলনের সিদ্ধান্তে বর্ণিত হয়েছে:

“এক: চিকিৎসা করানো:

চিকিৎসা করানোর মূল হুকুম হল এটা বৈধ। কারণ কুরআন কারীম এবং বাচনিক ও কর্মগত সুন্নাহতে উক্ত বিষয়টি উদ্ধৃত হয়েছে। অধিকন্তু এর মাধ্যমে জীবন রক্ষা পায় যা শরীয়তের সামগ্রিক মাকসাদ তথা উদ্দেশ্যের অন্যতম।

চিকিৎসা করানোর হুকুম ব্যক্তি ও অবস্থাভেদে বিভিন্ন হয়:

- কোনো ব্যক্তি চিকিৎসা ছেড়ে দিলে যদি তার পরিণতি হয় মৃত্যু বা অঙ্গহানি কিংবা অক্ষমতা কিংবা যদি তার রোগের ক্ষতটা অন্যের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে; যেমন: সংক্রামক ব্যাধি; তাহলে তার উপর চিকিৎসা করানো ওয়াজিব।
- আর যদি চিকিৎসা ছেড়ে দিলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে; কিন্তু প্রথম অবস্থার মত পরিণতি না হয় তাহলে মুস্তাহাব।
- উপর্যুক্ত দুই অবস্থার অন্তর্ভুক্ত না হলে চিকিৎসা করানো মুবাহ তথা বৈধ।
- যদি চিকিৎসা করতে গেলে এমন কাজ করতে হয় যেটার কারণে রোগ বহুগুণ হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে চিকিৎসা করানো মাকরূহ।

দুই: যে রোগগুলো থেকে সুস্থতার আশা নেই সেগুলোর চিকিৎসা:

ক. মুসলিমের আকীদার হলো রোগ ও সুস্থতা আল্লাহর হাতে। চিকিৎসা করানোর অর্থ সৃষ্টজিগতে আল্লাহ যে মাধ্যমগুলো দিয়েছেন সেগুলো গ্রহণ করা। আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া থেকে নিরাশ হওয়া জায়েয নেই। বরং আল্লাহ ইচ্ছা করলে সুস্থতা আসবে এই আশা বাকি থাকতে হবে। চিকিৎসক ও রোগীর আত্মীয়দের উচিত রোগীর মনোবল দৃঢ় করা, নিয়মিত তার যত্ন

নওেয়া এবং তার মানসকি ও শারীরকি বদেনা কমানোর চষ্টো করা; সে সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি নইে সটোর দকিে ভ্রুক্ষপে না করইে।

খ. যে রোগটকিে আরোগ্য লাভরে আশা নইে মর্মে গণ্য করা হয় সটেি চকিৎিসকদরে সদ্ধিান্ত, প্রত্যকে কালে ও স্থানে বদ্যিমান চকিৎিসাবজ্ঞিানরে সক্ষমতা এবং রোগীর অবস্থার ভত্তিতিে।

তনি: রোগীর অনুমতি:

ক. রোগীর অনুমতি নয়োর শর্তারোপ করা হবে যদি সে অনুমতি দয়োর পরপিূর্ণ উপযুক্ত হয়। কন্তিু যদি সে উপযুক্ত না হয় কংিবা তার উপযুক্ততায় ঘাটতি থাকে তাহলে শরয়ী অভভিাবকত্বরে ক্রমানুযায়ী যনিি তার অভভিাবক হবনে তার অনুমতইি ধর্তব্য। আর সটো শরীয়তরে বধিি-বধিান অনুসারে হবে, যা অভভিাবকরে কার্যক্রমকে অধীনস্থ ব্যক্তরি উপকার ও কল্যাণ সাধন এবং অনষ্টি দূর করার দায়ত্বিরে মধ্যে সীমতি করে। তবে ঐ ক্ষত্রেে অভভিাবক কর্তৃক অনুমতি না দয়োকে ববিচেনা করা হবে না যদি এর মধ্যে তার অধীনস্থরে সুস্পষ্ট ক্ষতি লক্ষণীয় হয়। সক্ষেত্রেে অন্য অভভিাবকদরে কাছে দায়ত্বি চলে যাবে। সবশষেে শাসকরে উপর দায়ত্বি অর্পতি হবে।

খ. কছিু কছিু অবস্থায় শাসক চকিৎিসা গ্রহণে বাধ্য করতে পারনে। যমেন: সংক্রামক ব্যাধি, টকিা এবং প্রতরিোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।

গ. অ্যাম্বুলন্সে করে আক্রান্ত কোনো ব্যক্তকিে আনা হলে তার জীবন যদি হুমকরি মুখে থাকে তাহলে চকিৎিসা অনুমতরি উপর নর্িভর করবে না।

ঘ. চকিৎিসা সংক্রান্ত গবষেণার আওতায় আনতে হলে অনুমতি দয়োর পরপিূর্ণ উপযুক্ত ব্যক্তি থকেে সম্মতি নয়ো আবশ্যক। যাতে কোনো ধরনরে জবরদস্তরি লশে থাকবে না; যমেন: বন্দদিরে ক্ষত্রেে ঘটে কংিবা কোন আর্থকি প্রলোভন থাকবে না, যমেন: নঃিস্ব ব্যক্তদিরে ক্ষত্রেে ঘটে। তাছাড়া এ সকল গবষেণা চালানোর কারণে কোন ক্ষতি না বর্তানো আবশ্যক। সম্মতি দয়োর উপযুক্ত নয় কংিবায় উপযুক্ততায় ঘাটতি আছে এমন ব্যক্তদিরে ওপর চকিৎিসা সংক্রান্ত গবষেণা চালানো জায়যে নয়; এমনকি যদি তাদরে অভভিাবকগণ সম্মতি দয়ে তবুও।”

[মাজমাউল ফকিহলি ইসলামী, সপ্তম সংখ্যা (খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৭২৯)]